আইনস্টানের বয়স এখন ৬ বছর

~মবিন সিকদার, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

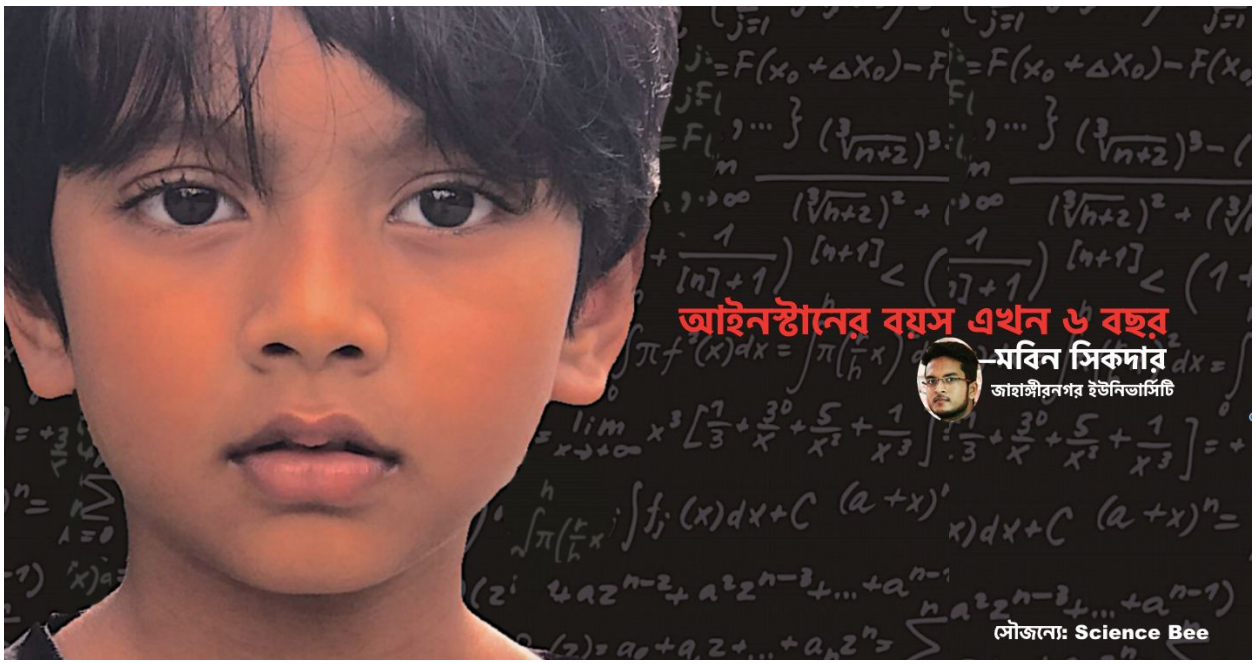

অবাক হচ্ছো? হবারই কথা। বয়স ৬ বছর, প্রস্তুতি নিচ্ছে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্যে। ৬ বছর বয়সী বাংলাদেশের বংশভূত আইনস্টাইনকে কে না চেনে ?

ঘটনার শুরু ২০১৩ এর জুনে। সুবর্ণ আইজ্যাক বয়স তখন ১ বছর। সে তখন তার মায়ের সাথে বসে যোগ এর অঙ্ক শিখছিলো। সুবর্ণের বাবা, রাশীদুল বারী Bronx Community College এর ম্যাথমেটিক্স এর শিক্ষক। তিনি পাশের রুমে বসে তার ছাত্রদের পরীক্ষার খাতা দেখছিলেন. হটাৎ পাশের রুম থেকে সুবর্ণের মায়ের কৌতূহল জড়ানো ডাক পড়লো তার। পাশের রুম যেতেই সুবর্ণের মা বললো, সুবর্ণ এমন কিছু বলে উঠেছে যা তাকে কখনোই শেখানো হয়নি। সে বলেছে 1+1=2হলে, অবশ্যই n+n=2n হবে। সেদিন প্রচণ্ড অবাক হয়েছিলেন সুবর্ণের বাবা। এর পর থেকে দিনের কিছুটা সময় তিনি ছেলেকে ম্যাথ শেখাতে শুরু করলেন।তার কয়েক মাস পর সুবর্ণের বয়স যখন 2, তখন তাকে অসুস্থ জনিত কারণে হাসপাতালে ভর্তি করানোর প্রয়োজন হলো।

হাসপাতালের বেড এ শুয়েছিল সুবর্ণ বেডের পাশেই একটা চেয়ারে বসে ছিল তার বাবা। তিনি সুবর্ণের হাত ধরে বললেন, তুমি খুব শিগ্রই ভালো হয়ে যাবে, কারণ আমি তোমাকে এই ইউনিভার্সের যেকোনো কিছু থেকে বেশি ভালোবাসি. তৎক্ষণাৎ অসুস্থ সুবর্ণ বলে উঠলো,

"ইউনিভার্স নাকি মাল্টিভার্স?" বিস্মিত বাবা ছেলের উত্তরে বুঝতে পারলেন এই ছেলেটি তার শিক্ষা জীবনে অনেক বেশি উন্নতি করতে পারবে।

কিন্তু তখন তার বাবা জানতেন না মাত্র চার বছর বয়সে এই ছোট্ট সুবর্ণ Ph.D পর্যায়ের গণিত, পদার্থ ও রসায়নের সমস্যা সমাধান করবে।

০৯ নভেম্বর ২০১৬, সুবর্ণের বাবা দুঃখিত ছিলেন কেননা গতকালই তাদের একজন প্রার্থী (Hillary Clinton) নির্বাচনে হেরে গেছেন। নেহাত দুঃখটা ভুলে থাকার জন্য তিনি তার দুই ছেলেকে নিয়ে Lehman College গেলেন যাতে সুবর্ণ কয়েকটা গণিতের সমস্যা সমাধান করতে পারে। মনের অবস্থা খারাপ থাকলেও ঘন্টা কয়েক পরে সবকিছু বদলে গেল যখন তার বড় ছেলে রিফাত অ্যালবার্ট বারী তার রুমে ঢুকে বলল সুবর্ণের কাছে প্রেসিডেন্ট ওবামার একটি স্বীকৃতি চিঠি এসেছে! বাবা ভুলে গেলেন গতকাল কি হয়েছে! অসম্ভব রকম আনন্দের সাথে প্রেসিডেন্ট ওবামার সাথে কাটানো পুরো সময়টি ক্যামেরাবন্দি করে রাখলেন সুবর্ণের বাবা!

বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন জন্মের পর থেকে ৪ বছর পর্যন্ত কথাই বলেনি, আর সুবর্ণ এই বয়সেই মুগ্ধ করছে সবাইকে। পেয়ে গেছে "ক্ষুদে আইন্সটাইন" খেতাব। দ্য সিটি কলেজ অব নিউইয়র্কের প্রেসিডেন্ট লিসা কইকো মনে করেন বিশ্বে ইতিহাস সৃষ্টি করবে এই ছেলে। তিনি একবার শিশু সুবর্ণ এর সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। কাগজ, গ্লাস, বোর্ডসহ বিভিন্ন জায়গায় গাণিতিক সমস্যার সমাধান করেছে এই বিস্মিত বালক

আর সন্তানের এম্ন বিস্ময়কর ঘটনা দেখে আশাবাদী বাবা মা! মাত্র দুই বছর বয়সেই ভয়েস অব আমেরিকায় সাক্ষাৎকার দিয়েছে সুবর্ণ। সাবরিনা চৌধুরী ডোনা তার সাক্ষাৎকার নেন আর সেটা ছিল (এ যাবতকালে ভয়েস অব আমেরিকার সবচেয়ে কনিষ্ঠজনের সাক্ষাৎকার) এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশী অনলাইন টেলিভিশন "টাইম টেলিভিশন" এ প্রচারিত হয় তার একটি সাক্ষাৎকার। নিউইয়র্ক এর মেডগার এভারস কলেজের (Medgar Evers College) ভাইস প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক জেরল্ড পোসম্যান ছোট্ট এই শিশুটির

রসায়নের পর্যায় সারণীর ওপর দখল দেখে বেশ মুগ্ধ হন। নিজেয় কিছু রাসায়নিক সংকেত জিগ্যেস করেন, আর সুবর্ণ এর খুব দ্রুত উত্তর দেয়া দেখে খুব অবাক হন তিনি। সুবর্ণর একটি নিজস্ব ওয়েবসাইট রয়েছে। সেখান থেকে উত্তর পাওয়া যায় বিজ্ঞানের প্রতি তার আকাঙ্খা কি পরিমাণ বাড়ছে। সাড়ে তিন বছর বয়স থেকেই বাবার ল্যাবরেটরিতে বিভিন্ন প্রজেক্টএর কাজ শুরু করে। যার মধ্যে একটি হচ্ছে লেবুর সাহায্যে ব্যাটারি তৈরী। যার মাধ্যমে ইলেকট্রিক সার্কিট বানিয়ে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স এর মাধ্যমে বাতি জ্বালানো যায়। মাত্র তিন বছর বয়সে অর্থাৎ ২০১৫ সালে এটা আবিষ্কার করে সে। শুধুমাত্র ৪ টি লেবু,৪ টি পেরেক,৪ টি মুদ্রা ও ৫ টি এলিগেট্র ক্লীপ ব্যাবহার করে বানানো হয় এই ব্যাটারী।

লিমন কলেজের ফিজিক্সের চেয়ারম্যান ড. ড্যানিয়েল কাবাট সুবর্ণর বানানো এই ব্যাটারী দেখে মুগ্ধ হন। আর সুবর্ণ দেখছে মাত্র দশ বছর বয়সেয় হাভার্ড এ ভর্তি হওয়ার স্বপ্ন। আর এ জন্যই উচ্চমাধ্যমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে যে SAT পরীক্ষা দিতে হয় সেই প্রস্তুতি নেয়ার অপেক্ষায় আছে সুবর্ণ।

বিস্ময়কর বালকের যাবতীয় পড়ালেখার আপডেট পাবে Bari Science Lab পেইজে।

Science Bee Family -র পক্ষ থেকে সুবর্ণের উজ্জল ভবিষ্যৎ কামনা করছি ❤️❤